

## বাংলাদেশে ওয়াশ সার্ভিস: কমিউনিটি ভিত্তিক মনিটরিং এর অভিজ্ঞতা

### ওয়াশ সেবার তথ্য-উপাত্তের ভূমিকা

কয়েক বছর ধরে, সকলের কাছে পানীয় জল এবং স্যানিটেশন সরবরাহের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ দুর্দান্ত অগ্রগতি অর্জন করেছে। ২০১২ সালের মাল্টিপল ইন্ডিকেটর ক্লাস্টার জরিপ<sup>1</sup> অনুসারে, উন্নত পানীয় জলের উৎস ব্যবহার করে এমন পরিবারের হার ৯৮.৫%। খোলা স্থানে মলত্যাগকারী পরিবারের হার ১.৫%। জেএমপি ল্যাডারের বিবেচনায়, ৯৮% পরিবারের সাধারণ (বেসিক) সুপেয় পানির সুগম্যতা রয়েছে, যেখানে মাত্র ৬৪.৪% পরিবারের সাধারণ (বেসিক) স্যানিটেশন সেবার সুবিধা রয়েছে। জলের গুণমান সম্পর্কেও উদ্বেগের কারণ রয়েছে। একই প্রতিবেদন অনুসারে, ৪০.৩% পরিবারের ব্যবহৃত পানিতে জীবানুঘটিত (ই কোলি) দুশন পাওয়া গেছে এবং ১৮.৫% পরিবারের পানির উৎসে আর্সেনিক (১০ পিপিবি-র বেশি) রয়েছে। এগুলি পুরো দেশের জন্য গড়মান। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস এবং লবণাক্ততার মতো চরম জলবায়ু পরিস্থিতি বিদ্যমান। এই অঞ্চলে পানি এবং স্যানিটেশন অবকাঠামো ক্ষতি হওয়ার ঝুঁকি অনেক বেশী। এর জন্য, বিদ্যমান সেবার মান জানা, এর উন্নতি করা এবং আগের অবস্থায় ফিরে যাওয়া (স্লিপেজ) প্রতিরোধ করা জরুরী।

রাষ্ট্রের উন্নয়নে স্থানীয় পর্যায়ে নীতি নির্ধারণ ও তার বাস্তবায়ন খুবই জরুরী। বাংলাদেশ সরকারও বিষয়টিকে সমধিক গুরুত্ব দিয়েছে, পানি ও স্যানিটেশন বিষয়ক বিভিন্ন নীতিমালা ও বিধিতে এ বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে। বড় শহরগুলোর বাইরে (যেখানে ওয়াসা নেই) সব শহর ও গ্রামীণ অঞ্চলের পানি ও স্যানিটেশন সেবার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হচ্ছে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই)। এটি স্থানীয় সরকার বিভাগের একটি প্রতিষ্ঠান। আওতাধীন এলাকায় সুপেয় পানি সরবরাহ এর প্রধান কাজ। এর বাইরে স্যানিটেশন সেবায় বিভিন্ন অঞ্চলে ল্যাট্রিন বিতরণের কাজও লক্ষ্যনীয়। এ কাজে ডিপিএইচই স্থানীয় সরকার অর্থাৎ পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদের সাথে কাজ করে। এদের মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদ হচ্ছে বাংলাদেশের সর্বনিম্ন প্রশাসনিক একক। পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, ডিপিএইচই কারিগরি দিকে নজর রাখলেও স্থানীয় পর্যায়ে সেবার মান সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও তার হালনাগাদকরণে ঘাটতি থেকে যায়। ফলে স্থানীয় পর্যায়ে কভারেজ সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায় না বা পাওয়া গেলেও তা বেশ পুরোনো। ফলে তার ভিত্তিতে নতুন পরিকল্পনা করা বা বরাদ্দের জন্য দেন-দরবার (লেবি ও এডভোকেসি) করা কঠিন হয়ে যায়।

কোন অঞ্চলের পানি ও স্যানিটেশন সার্ভিস বা সেবার মান যাচাই করতে গেলে সার্ভিস সম্পর্কে তথ্য-উপাত্ত দরকার। কিন্তু বাংলাদেশের গ্রামীণ অঞ্চলে পানি ও স্যানিটেশন সেবার প্রাপ্তি সম্পর্কে হালনাগাদ তথ্য পাওয়া খুবই কঠিন। ওয়াটারশেড প্রোগ্রাম একটি আন্তর্জাতিক কর্মসূচী যা বিভিন্ন জাতীয় এবং স্থানীয় সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন বা সিএসও'দের মাধ্যমে নাগরিকদের ক্ষমতায়ন করার লক্ষ্যে কাজ করেছে। এর মূল উদ্দেশ্য পানি ও স্যানিটেশন সার্ভিসকে টেকসই করা এবং সবার কাছে পৌঁছানো নিশ্চিত করা। বাংলাদেশে ওয়াটারশেড প্রোগ্রামের ক্ষমতায়ন কর্মসূচির অংশ হিসাবে, কর্ম এলাকার নাগরিকদের মাধ্যমে স্থানীয় পানি ও স্যানিটেশন সেবার মান যাচাই ও মনিটরিং বা পরীক্ষণ করা শুরু হয়। এরই অংশ হিসাবে, ২০১৯ এর শেষ দিকে ভোলা সদরের দুটি ইউনিয়ন (ভেদুরিয়া এবং ধনিয়া) স্থানীয়

<sup>1</sup> <https://washdata.org/sites/default/files/documents/reports/2020-03/Bangladesh%202019%20MICS%20Report.pdf>

অধিবাসীদের দ্বারা সোশ্যাল ম্যাপিং বা সামাজিক মানচিত্র অনুশীলন চালু হয়। সামাজিক মানচিত্রে ওই এলাকার ভূগোলিক তথ্যের পাশাপাশি খানাগুলোতে ল্যাট্রিনের অবস্থা, সুপেয় পানির সরবরাহ, তার মান, স্থানীয় পানি সম্পদ, তার মান ইত্যাদি তথ্য চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হয় এবং নিয়মিত বিরতিতে পরীক্ষা করা হয়। এর মূল উদ্দেশ্য তিনটি। ১। স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রনয়ন ২। বরাদ্দ বৃদ্ধিতে দেন-দরবার ৩। নাগরিক ক্ষমতায়ন।

## স্থানীয় অধিবাসীদের মাধ্যমে ওয়াশ সার্ভিসের মান যাচাই: সামাজিক মানচিত্র কৌশল

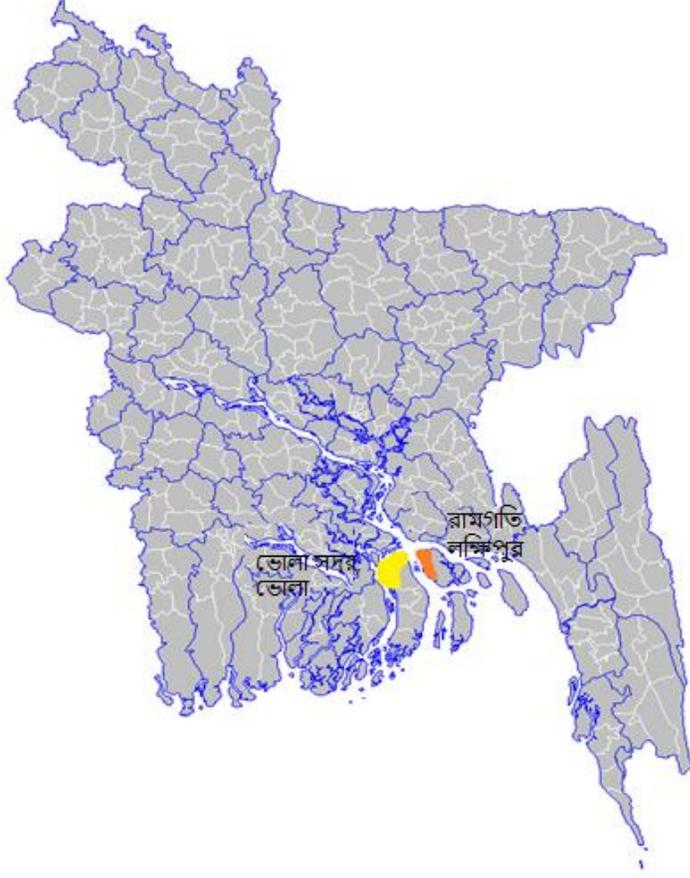
২০১৭ সালের নভেম্বর মাসে, ভোলায় ওয়াটারশেড, স্থানীয় এনজিও নেটওয়ার্ক ও পানি ব্যবস্থাপনা নাগরিক কমিটি মিলে একটি একটি স্ব-মূল্যায়ন কর্মশালার আয়োজন করে। এতে দেখা যায়, নীতি নির্ধারণে পরিবর্তন আনার জন্য জরুরী বিষয়গুলোর মধ্যে দুটি বিষয়ে নাগরিক কমিটি ও এনজিও নেটওয়ার্ক পিছিয়ে আছে। এ দুটি হল,

১. নির্ভরযোগ্য তথ্য-উপাত্তের ব্যবহার

২. টেকসই পানি ও স্যানিটেশন সার্ভিসের জন্য জনমত গঠন

স্থানীয় পর্যায়ে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও জনমত গঠনের জন্য স্থানীয় অধিবাসীদের মাধ্যমেই পরীক্ষা বা কমিউনিটি মনিটরিং দরকার। সেজন্য সোশ্যাল ম্যাপিং বা সামাজিক মানচিত্রকে ব্যবহারের জন্য স্থানীয় সিএসও সদস্যদের নিয়ে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ভোলা সদরের দুটি ইউনিয়ন ধনিয়া ও ভেদুরিয়ার ১৮ টি ওয়ার্ডের জন্য সামাজিক মানচিত্র অংকন করা হয়। স্থানীয় অধিবাসি ও জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে সিএসও সদস্যরা এ মানচিত্রগুলো অংকন করেন। পরবর্তিতে ওয়াটারশেড প্রোজেক্ট, পার্শ্ববর্তি জেলা লক্ষ্মীপুরের রামগতিতে কাজ শুরু করলে সেখানের সিএসও সদস্যরা সামাজিক মানচিত্রের প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানেন। তারা ভোলার সিএসও সদস্যদের কাছ থেকেও তাদের অভিজ্ঞতা শোনে। পরবর্তিতে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণে রামগতির দুটি ইউনিয়ন চর আলেকজান্ডার ও চর বাদামের ওয়ার্ডগুলোতেও সামাজিক মানচিত্র অংকন করা হয়<sup>২</sup>।

<sup>২</sup> রামগতির সামাজিক মানচিত্র সংক্রান্ত কর্মসূচী নিয়ে আরেকটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।



---

সামাজিক মানচিত্রের টাইমলাইন  
জানুয়ারী ২০১৯: ভোলার সদরের  
২ টি ওয়ার্ডের পরীক্ষামূলকভাবে  
২ টি সামাজিক মানচিত্র অংকন  
করা হয়

জুন-জুলাই ২০১৯: ভোলা সদরের  
বাকী ১৬ টি ওয়ার্ডের জন্য  
মানচিত্র অংকন সমাপ্ত

মার্চ-এপ্রিল ২০২০: রামগতিতে ১৮  
টি ওয়ার্ডের সামাজিক  
মানচিত্রের কাজ শেষ হয়

---

ছবি ১: বাংলাদেশে ওয়াটারশেড প্রজেক্টের কর্ম এলাকা



ছবি ২: সিওএসও সদস্য ও স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবীরা মিলে সামাজিক মানচিত্র অংকন করছেন

ভোলার সিএসও সদস্যদের কিন্তু এ ব্যাপারে কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই, এই সদস্যরা ও অন্য স্বেচ্ছাসেবীরা স্থানীয় অধিবাসী এবং স্থানীয় অবস্থা সম্পর্কে তাদের জ্ঞান কাজে লাগিয়েই এ মানচিত্র অংকন করেছেন। তবে তারা যাতে সামাজিক মানচিত্রে লিপিবদ্ধ জ্ঞানকে কাজে লাগানোর সক্ষমতা অর্জন করতে পারেন তথা উন্নত সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে পারেন সেজন্য কিছু কাজ করা জরুরী।

- কিভাবে স্থানীয় অধিবাসীদের পানি ও স্যানিটেশনের টেকসই সেবাপ্রাপ্তির গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করা যায়? নলকূপগুলোকে সব সময় সচল রাখতে হবে এবং ল্যাট্রিন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও কার্যকর রাখতে এ সচেতনতা জরুরী।
- নীতি-নির্ধারন প্রক্রিয়ার ভূমিকা রাখার জন্য প্রয়োজন সঠিক ও কার্যকর তথ্য-উপাত্ত। কিভাবে আরও ভালো ভাবে সঠিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা যায়?
- পানি ও স্যানিটেশন সেবাকে টেকসই করতে গেলে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে এ সেবার আওতায় আনা জরুরী। কিভাবে এ সম্পর্কে স্থানীয়দের আরও বেশী সচেতন করা যায়?
- বাইরের তথ্য সংগ্রাহক বা পরামর্শকদের যুক্ত না করেও কিভাবে স্থানীয়দের সাহায্যে সঠিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা যায়?

উল্লিখিত বিষয়গুলো নিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে স্থানীয় অধিবাসী, স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত প্রতিনিধি ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে আলাপ করা হয়। দেখা যায়, ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে পানি ও স্যানিটেশন সেবা সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্তের ঘাটতি রয়েছে, অধিকাংশ উপাত্তই হালনাগাদ করা নেই। দায়িত্বশীল ব্যক্তিরাও স্বীকার করেন, সঠিক তথ্য-উপাত্ত সেবার মানকে উন্নত করবে এবং স্থানীয় অধিবাসীদের মাধ্যমে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ তথা সামাজিক মানচিত্র অংকনের প্রক্রিয়াটিকে তারা স্বাগত জানান।

এরপর ধনিয়া ও ভেদুরিয়া ইউনিয়নের ১৮ টি ওয়ার্ডে সামাজিক মানচিত্র অংকন শুরু হয়, এর মানচিত্রে প্রায় ৪০ টি গ্রামের ৭০,০০০ মানুষের তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রতিটি ওয়ার্ডের জন্য সিএসও সদস্যরা ও ওই ওয়ার্ডের স্বেচ্ছাসেবীরা এক সাথে বসে এই মানচিত্রগুলো অংকন করেন। একেকটি ওয়ার্ডের মানচিত্র আঁকতে প্রায় ২ দিন করে সময় লাগে। এতে যে বিষয়গুলো উল্লেখ্য করা হয় তা হচ্ছেঃ

- ওই ওয়ার্ডে খানা বা পরিবারের সংখ্যা ও অবস্থান, তাদের আর্থিক অবস্থা যেমন ধনী, মধ্যবিত্ত, দরিদ্র
- কি কি ধরনের প্রতিষ্ঠান আছে যেমন স্কুল, মসজিদ ইত্যাদি
- পরিবেশের অবস্থা যেমন খাল, নদী ও পুকুরের সংখ্যা ও অবস্থান
- খানাগুলোর ল্যাট্রিনের মান, স্বাস্থ্যকর নাকি অস্বাস্থ্যকর অথবা যৌথ কিনা ইত্যাদি
- ল্যাট্রিনবিহীন খানা আছে কিনা, থাকলে তাদের অবস্থান
- নলকূপের সংখ্যা, অবস্থান ও মান যেমন কাঁচা নাকি প্ল্যাটফর্ম আছে ইত্যাদি



ছবি ৩: ধনিয়া ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের সামাজিক মানচিত্র

### সামাজিক মানচিত্র অংকন প্রক্রিয়া: পরিকল্পনা প্রনয়নের শুরু

সামাজিক মানচিত্র অংকনের পরে অংশগ্রহনকারীরা মিলে নিজেদের অংকিত মানচিত্রের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখেন। এ থেকে তারা নিজেরাই বুঝতে পারেন তাদের এলাকার পানি ও স্যানিটেশন সেবার অবস্থা কি, ল্যাট্রিন বা নলকূপের মান কেমন, অন্যান্য প্রাকৃতিক পানি সম্পদেরই বা অবস্থা কি? আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রাপ্ত সেবার মান। বিশেষ করে অতি-দরিদ্র বা ক্ষুদ্র-নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী কি ধরনের সেবা বা সার্ভিস পাচ্ছে তা দেখা। মানচিত্র অংকন প্রক্রিয়ায় সবাই উৎসাহের সাথে অংশগ্রহন করেন। এর প্রমান হচ্ছে অংশগ্রহনকারীরা নিজেরাও নানা পরামর্শ প্রদান করেন ও প্রক্রিয়াকে কার্যকর করতে নানা পরিবর্তনের সুপারিশ করেন। যেমনঃ

- যেসব খানার ল্যাট্রিন নেই বা একেবারেই মানহীন, সেসব খানার অবস্থান ম্যাপে সুস্পষ্টভাবে দেখানো

- দেখা যায়, এ এলাকায় যথেষ্ট নলকূপ আছে, তবে নলকূপের সংখ্যাই বড় কথা নয়, তা সব এলাকায় সমভাবে ছড়ানো কিনা, মানচিত্রে তা দেখানো জরুরী।
- পুকুরের সংখ্যা বা অবস্থান দেখানোর সাথে সাথে পুকুরের পানির মান উল্লেখ্য করা জরুরী।
- আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে নিয়মিত মানচিত্রের তথ্য পর্যালোচনা করে অগ্রগতি যাচাই করা, অংশগ্রহনকারীদের মতে ৬ মাস পরপর এ কাজ করা উচিত।

ভোলার পরে রামগতির দুটি ইউনিয়নের ১৮ টি ওয়ার্ডেও সামাজিক মানচিত্র অংকন করা হয়। এই ওয়ার্ডগুলোতেও অংশগ্রহনকারীরা অনুরূপ মতামত দেন। বিশেষ করে,

- মানচিত্রে কার্যকর ও অকার্যকর নলকূপকে আলাদা ভাবে চিহ্নিত করা জরুরী
- খানার ল্যাট্রিন ছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ল্যাট্রিনের সংখ্যা, অবস্থান ও মান, মানচিত্রে দেখানো জরুরী

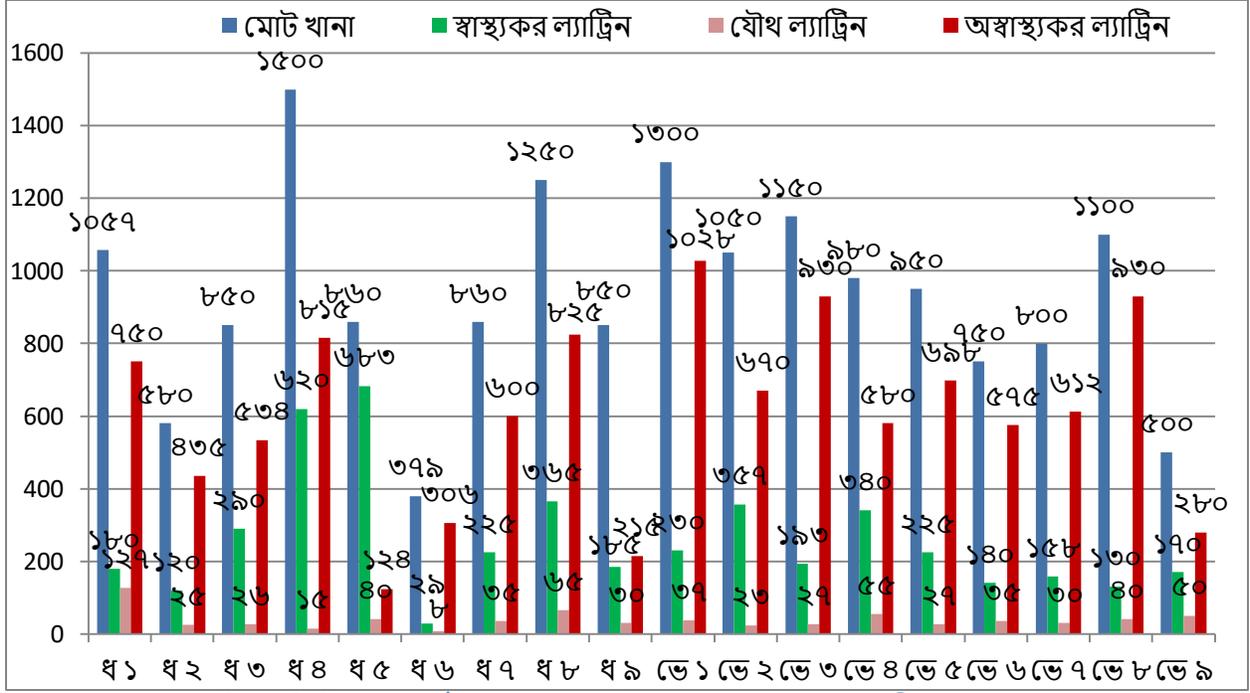
## প্রাপ্ত তথ্য উপাত্তের ব্যবহার

২০১৯ সালের নভেম্বর মাসে, ভোলা সদরে সামাজিক মানচিত্রের ফলাফল প্রকাশের জন্য একটি প্রচার কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এ আয়োজনে দুটি ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। এর বাইরেও উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় গনমাধ্যম কর্মীরা। এ কর্মশালার উদ্দেশ্য দুটি। একটি হচ্ছে পানি ও স্যানিটেশন সার্ভিসের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে সিএসও সদস্যদের সাথে সাথে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সক্ষমতা বৃদ্ধি দ্বিতীয়টি হচ্ছে, অংকিত সামাজিক মানচিত্র থেকে প্রাপ্ত ফলাফল সবার মাঝে প্রকাশ করা। প্রাপ্ত তথ্যের কিছু চূম্বক অংশ নিচে উল্লেখ করা হল।

সবকটি মানচিত্র থেকে দেখা যায়, খানাগুলোতে মোট স্বাস্থ্যসম্মত<sup>৩</sup> ল্যাট্রিনের হার ৩৫%। স্বাভাবিকভাবেই তা প্রত্যাশার চেয়ে কম। অস্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিনের হার ৬৫%, এর মধ্যে কিছু বুলন্ত ল্যাট্রিন থাকতে পারে যাকে উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগের সাথে তুলনা করা যায়। ৪নং চিত্রে প্রত্যেকটি ওয়ার্ডের মোট খানার সংখ্যা, স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিনের সংখ্যা, যৌথ ল্যাট্রিনের সংখ্যা<sup>৪</sup> ও অস্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিনের সংখ্যা দেখানো হয়েছে। দেখা যায় ধনিয়া ৫ নং ওয়ার্ড বাদে বাকি সব ওয়ার্ডে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিনের সংখ্যা অস্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিনের চেয়ে কম। এই উচ্চ হারের অস্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিন নিয়ে সবার মাঝে আলোচনা হয়। আলোচনায় জানা যায়, এর মধ্যে বেশ কিছু ল্যাট্রিনের কারিগরি সমস্যা রয়েছে তবে অনেক ল্যাট্রিনই ভুলভাবে ব্যবহারের কারণে অস্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিনে পরিণত হয়েছে। কারিগরি সমস্যা সমাধানে বরাদ্দ বৃদ্ধির পাশাপাশি ল্যাট্রিনের সঠিক ব্যবহারে সচেতনতা তৈরি করা গেলে, সহজেই অস্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিনের হার কমিয়ে আনা সম্ভব।

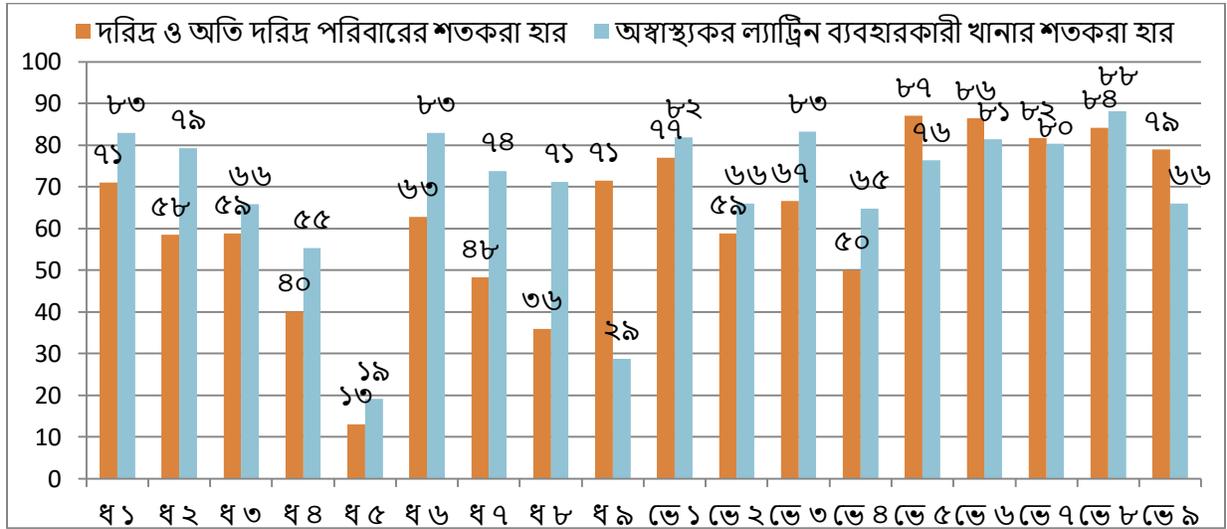
<sup>৩</sup> জেএমপি ল্যাডার অনুযায়ী

<sup>৪</sup> যৌথ ল্যাট্রিনকে আলাদাভাবে দেখানো হয়েছে, কারিগরিভাবে অস্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিনের সাথে যোগ করে দেখানো হয় নি



ছবি ৪: বিভিন্ন ওয়ার্ডে স্বাস্থ্যকর, যৌথ ও অস্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিনের সংখ্যা

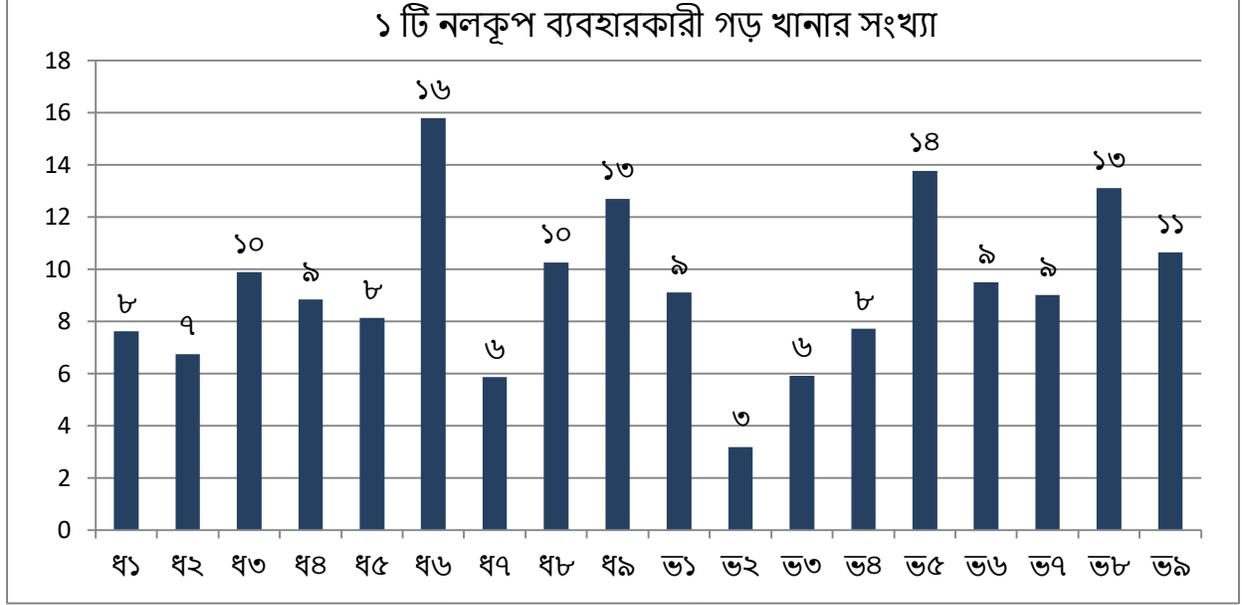
তবে অস্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিন ব্যবহারের সাথে খানার আর্থিক অবস্থার সম্পর্ক আছে কিনা জানার জন্য প্রতি ওয়ার্ডের মোট দরিদ্র ও অতি দরিদ্র খানার শতকরা হারের সাথে ওই ওয়ার্ডের অস্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিনের ব্যবহারকারীদের শতকরা হারকে বার ডায়াগ্রামে প্রকাশ করা হয় (চিত্র ৫)। এ থেকে দেখা যায়, ১৮ টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১৩টিতেই অস্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিন ব্যবহারকারীর শতকরা হার, দরিদ্র ও অতি-দরিদ্র খানার শতকরা হারের চেয়ে বেশী। তার মানে অস্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিন ব্যবহারে দরিদ্র একটি কারণ হলেও তা একমাত্র কারণ নয়। এর সাথে আরও কারণ থাকতে পারে।



ছবি ৫: বিভিন্ন ওয়ার্ডে দরিদ্র(ও অতি-দরিদ্র) পরিবার ও অস্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিন ব্যবহারকারীদের তুলনা

৫ ধ-ধনিয়া ইউনিয়ন, ভে- ভেদুরিয়া ইউনিয়ন

ওয়ার্ডগুলোতে গড়ে প্রতিটি পরিবারের জন্য ০.১২৩ টি নলকূপ কার্যকর আছে (০.০৬৫ থেকে ০.৩১৫ পর্যন্ত)। অর্থাৎ প্রতি ৯ টি খানার জন্য একটি নলকূপ কার্যকর আছে। বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকায় ১০টি বা তার বেশি খানার জন্য ১টি নলকূপ দেখা যায়<sup>৬</sup>। সেই অর্থে এই ওয়ার্ডগুলোতে নলকূপের সংখ্যা বেশী। ৬নং চিত্রে দেখা যায়, ধনিয়ার ৭ নং ওয়ার্ড বা ভেদুরিয়ার ২নং ওয়ার্ডে গড়ে ৬ টি ও ৩টি পরিবারের জন্য ১টি করে নলকূপ কার্যকর আছে। ধারণা করা হয়, স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের প্রভাবে এ অঞ্চলে নলকূপ সংক্রান্ত বরাদ্দ বেশী। তবে বিপরীতক্রমে, ধনিয়ার ৬নং ওয়ার্ড ও ভেদুরিয়ার ৫নং ওয়ার্ডে নলকূপের সংখ্যা কম। এখানে আরও নলকূপের প্রয়োজন আছে।



**ছবি ৬: ১টি নলকূপ ব্যবহারকারী খানার গড় সংখ্যা**

এর বাইরেও সামাজিক মানচিত্রে স্থানীয় পানি সম্পদের দিকে নজর দেয়া হয়েছে। মানচিত্রের তথ্য থেকে দেখা যায়, প্রতি ওয়ার্ডে গড়ে ১৪২ টি পুকুর রয়েছে। যা বাংলাদেশের অন্যান্য অনেক অঞ্চলের চেয়ে বেশী<sup>৭</sup>। এর বাইরেও প্রত্যেক ওয়ার্ডে খাল বা নদীর উপস্থিতি রয়েছে। কর্মশালায় উপস্থিত জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় সরকারের কর্মকর্তা, গনমাধ্যমকর্মীসহ সিএসও সদস্যরা একমত হন যে, এর বিপুল পানি সম্পদকে উপেক্ষা করা যাবে না। স্থানীয়রা অনেকেই এর পানির মান সম্পর্কে উদাসীন। অথচ ঠিকমত রক্ষনাবেক্ষন করা গেলে এই এদের নলকূপের বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করা সম্ভব। সুপেয় পানির উৎস না হলেও অন্যান্য প্রয়োজনে এ পানি ব্যবহার করা যায়।

<sup>6</sup> <https://www.who.int/bulletin/volumes/90/11/11-101253/en/>

<sup>7</sup> [http://www.fao.org/fishery/countrysector/naso\\_bangladesh/en](http://www.fao.org/fishery/countrysector/naso_bangladesh/en)

## সামাজিক মানচিত্র ও পরীক্ষন

সোস্যাল ম্যাপ বা সামাজিক মানচিত্র ব্যবহার করে নজরদারি করা সিএসও এবং স্থানীয় অধিবাসীদের মাধ্যমে সেবার মান যাচাই ও নিয়মিত উন্নয়ন পরীক্ষনের একটি কার্যকর উপায়। একটি সামাজিক মানচিত্র পানি এবং স্যানিটেশন সেবার মান বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় সরকারকে যথাযথ তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সহায়তা করতে পারে। পাশাপাশি এর মাধ্যমে স্থানীয়রা সরাসরি পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় যুক্ত হতে পারে যা এ ধরনের সেবায় স্থানীয়দের যৌথ অংশিদারিত্ব তৈরিতে সহায়ক।

সূচনায় উল্লেখ্য করা হয়েছিল, সামাজিক মানচিত্র অংকনের উদ্দেশ্য তিনটি। ১। স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রনয়ন ২। বরাদ্দ বৃদ্ধিতে দেন-দরবার ৩। নাগরিক ক্ষমতায়ন। দেখায় যায়, ভোলার সিএসও সদস্যরা নিজেরাই পরিকল্পনা করে এই সামাজিক মানচিত্র অংকন করেছেন। পরবর্তিতে তারা তাদের অভিজ্ঞতা রামগতির সিএসও সদস্যদের জানিয়েছেন, যার ফলশ্রুতিতে রামগতিতেও এ কাজ শুরু হয়েছে। সামাজিক মানচিত্র অংকনের সময়ই তারা এর প্রক্রিয়ায় নানা পরিবর্তন এনেছেন যাতে কার্যকর তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ সম্ভব হয়। পাশাপাশি এই তথ্য ব্যবহার করে স্থানীয় পর্যায়ে দেন-দরবারের কাজটিও তারা শুরু করেছেন। টেকসই নাগরিক ক্ষমতায়নের পথ বেশ দীর্ঘ। সামাজিক মানচিত্রের নিয়মিত হাল-নাগাদকরন ও তার প্রেক্ষিতে দেন-দরবারের সক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে টেকসই নাগরিক ক্ষমতায়ন সম্ভব।

এর বাইরেও, সামাজিক মানচিত্র গভীরভাবে অনুসন্ধান করলে ওই স্থানের নাগরিক সেবার মান, এর পরিচালন ও রক্ষনাবেক্ষনের ধরন, সম্পদ বরাদ্দ বা সচেতনতা তৈরির গুরুত্ব বোঝা যায়। এর ফলে স্থানীয় অধিবাসীরা বা স্থানীয় সরকার, দুইই উপকৃত হয়। পাশাপাশি, এ তথ্য বিশ্লেষণ থেকে ওই অঞ্চলের পানি সম্পদের ধরন, ব্যবহার ও ভবিষ্যত সম্ভাবনা বোঝা যায়। বাংলাদেশে ওয়াটারশেডের এ উদ্যোগ বাস্তবায়নে জাতীয় পর্যায়ে ওয়াটার এইড এবং স্থানীয় পর্যায়ে ডর্প কাজ করছে।